মনে রাখুন: এইসব মাপকাঠিতে পড়লেও আইনি সাহায্যের ব্যাপারে কতৃপক্ষ যদি মনে করেন আপনার আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়, তারা সাহায্য নাও করতে পারে।

বিনামূল্যে আইনি সাহায্য চাইতে হয় কি ভাবে, কাদের কাছে

জাতীয়, রাজ্য, জেলা বা তালুক - যে কোনো স্তরের আইনি সাহায্য প্রদানকারী সংস্থার কাছে আবেদন করা যায়। যদি প্রয়োজন হয়, তারাই আপনার মামলার জন্য উপযুক্ত জায়গায় আবেদনটি পাঠাবেন। আবেদন পাঠানো যায় -

- তালুক আইনি সাহায্য কমিটির চেয়ারপার্সন হিসাবে যিনি সিনিয়র সিভিল জজ মনোনীত হয়েছেন।
- সচিব, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ।
- সচিব, হাইকোর্ট আইনি পরিষেবা কমিটি।
- সচিব, সুপ্রিম কোর্টের আইনি পরিষেবা কমিটি।
- রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব।
- যে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে হাজির করা হয়।
- বন্দিদের ক্ষেত্রে পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষ- তারাই যথাযত আইনি পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবে।

বিচারাধীন বন্দির ক্ষেত্রে পূর্বেই আইনি পরিষেবা নিশ্চিত করা আদালতেরও কর্তব্য। প্রথম যখন বন্দিকে আদালতে হাজির করা হবে, তখনই বিচারক জানতে চাইবেন বন্দির উকিল আছে কিনা। না থাকলে আদালত তখনি সরকারি খরচে একজন আইনজীবী নিয়োগ করে দেবেন।

আইনি পরিষেবার জন্য অনুরোধ কিভাবে করবেন ?

- লিখিত আবেদন পত্র জমা দিন।
- বন্দি পড়তে বা লিখতে না জানলে আইনি সাহায্য কর্তৃপক্ষ বন্দির বয়ান শুনে লিখবে। তাতে বন্দির বৃদ্ধাঙ্গুলের ছাপ লাগবে।ওটিই আবেদন হিসাবে গৃহীত হবে।
- আয়ের ভিত্তিতে আবেদন হলে আয় সংক্রান্ত হলফনামা জমা দিতে হবে।

যারা আইনি সাহায্য পান, তাদের কর্তব্য কি ?

- আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষের সচিবের সব নির্দেশ মেনে চলা।
- প্রয়োজনমত কর্তৃপক্ষের দপ্তর, আদালতি কর্তৃপক্ষ এবং নিযুক্ত আইনজীবীর কাছে উপস্থিত হওয়া।
- নিযুক্ত আইনজীবীর কাছে সম্পূর্ণ ও সত্য তথ্য দেওয়া।
- নিযুক্ত আইনজীবীকে কোনো টাকা বা খরচ না দেওয়া।

CHRI / সি.এইচ.আর.আই প্রসঙ্গে -

দি কমনওয়েলথ হিউমান রাইটস ইনিশিয়েটিভ হল একটি আন্তর্জাতিক, স্বাধীন, অলাভজনক সংস্থা, যার সদর দপ্তর ভারতে। এর লক্ষ্য, মানবাধিকারের প্রকৃত বার্তার প্রচার, প্রয়াস এবং প্রয়োগ। CHRI মানবাধিকারে অনুগত এবং আস্থাশীল।

আমাদের কর্মসূচি:-

- পুলিশ সংস্কার
- জেল বা সংশোধনাগার সংস্কার
- তথ্য জানার ব্যাপ্তি
- তৎসংক্রান্ত কৌশলী, কার্যকরী উদ্যোগ

কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ

55 এ, তৃতীয় তলা, সিদ্ধার্থ চেম্বারস -1,
কালু সরায়
নতুন দিল্লি - 110016
টেলিফোন: 91-11-43180200
ফ্যাক্স: 91-11-43180217

এই প্যামফ্লেট ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফ্রীডরিক নিউম্যান ফাউন্ডেশনের, নতুন দিল্লি সহযোগিতায় প্রযোজিত।

পুলিশ এবং আপনি

আপনার অধিকার জানুন

আইনি পরিষেবা সাহায্য

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

আইনি পরিষেবা এবং আপনি

আইনি প্রয়োজনে বা অপরাধজনিত কারণে আমাদের দেশের হাজার হাজার মানুষ আদালতে নিজের কথা বলে উঠতে পারে না বা একজন আইনজীবীর সাহায্যও নিতে পারে না। এর অর্থ বিচার ব্যবস্থা থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

প্রত্যেক নাগরিককে ন্যায় বিচারের সুযোগ দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য। ভারতীয় সংবিধানের 39(A) ধারা বলেছে, যারা আর্থিক বা অন্যকোনো কারণে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ তারাও যেন ন্যায়বিচারের অধিকার হিসাবে বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পায়। রাষ্ট্র বা রাজ্যের দায়িত্ব বিনামূল্যে এই আইনি পরিষেবা এই মানুষদের কাছে পৌছে দেওয়া। এই প্রতিবেদনে আইনি সাহায্যের অধিকার এবং কি ভাবে তা পাওয়া সম্ভব, সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

আইনি পরিষেবার অধিকার

- ভারতীয় সংবিধান পরিচ্ছেদ 22(1) বলছে, গ্রেফতার হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেকে বাঁচানোর জন্য নিজের পছন্দের আইনজীবীর সাহায্য নেবার অধিকার আছে। এই আইনি অধিকার শুধু যে বিচারের সময় তা নয়, গ্রেফতারের সময় থেকেই প্রযোজ্য । আর বিচার পর্যন্ত প্রযোজ্য । যতক্ষন না আপনার সামনে রায়টিকে চ্যালেঞ্জ করার সম্ভাব্য সব পথ বন্ধ হচ্ছে, ততক্ষন আপনার এই অধিকার থাকবে।
- সংবিধানের 39(A) এবং 21 ধারা বলছে, যারা নিজেরা উকিল নিতে পারে না, তাদের প্রত্যেকের আইনি সাহায্য প্রাপ্য এবং বাধ্যতামূলক অধিকার।

আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন,1987

- 1987 সালে সংসদে Legal Services Authorities Act গৃহীত হয়েছে- যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন স্তরে আইনি পরিষেবা, যা ন্যায় বিচারের স্বার্থে দুর্বল শ্রেণীর জন্য বিনামূল্যে যোগ্য আইনি পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। যাতে নিশ্চিত ভাবেকোনো নাগরিক আর্থিক বা অন্য কারণে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত না হয়।
- এই আইনটি বিনামূল্যে আইনি সাহায্যকে কার্য্যকর করে। যে সব মানুষ দারিদ্রের অথবা লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদি কারণে কোনো মামলা দায়ের করতে বা নিজেদের রক্ষা করতে কোনো উকিল দিতে অক্ষম, তাঁরা এই আইনি পরিষেবার মাধ্যমে আইনজীবী দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করাতে পারেন।

এই আইন অনুসারে বহস্তরে বহু আইনি পরিষেবা কমিটির সংগঠন হয়েছে, যারা আইনি সাহায্য দিয়ে চলেছে।

- কেন্দ্রীয়স্তরে আছে জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ। তারা সুপ্রিম কোর্টে আইনি সাহায্যের কমিটি করছে।
- রাজ্যস্তরে রয়েছে রাজ্য আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ। এরা হাইকোর্ট আইনি সাহায্য কমিটি করছে। তালুক স্তরেও একই ধরণের কমিটি গড়া হয়েছে।
- জেলাস্তরে জেলা আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ আছে।

আইনি সহায়তা কর্তৃপক্ষ যা পরিষেবা দেয়

- কোর্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগত খরচ।
- আইনি প্রক্রিয়ার খসড়া তৈরি, নথিভুক্তি ইত্যাদি খরচ কিংবা প্রতিশোধ।
- আইনজীবী বা আইনি উপদেষ্টার পারিশ্রমিক।
- আইনি প্রক্রিয়ার রায়, ডিক্রি বা অন্য কোনো বিষয় সংক্রান্ত, নথিসংক্রান্ত খরচ কিংবা প্রতিশোধ ।
- আইনি প্রক্রিয়ার সব কাজ , কাগজপত্র, লেখা, জেরক্স মুদ্রণ, অনুবাদ এবং স্থানান্তরের কাজের খরচ কিংবা প্রতিশোধ।

কারা বিনামূল্যে আইনি সাহায্য পাওয়ার যোগ্য ?

আইনের 12 ধারায় বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পাবার যোগ্যতাগুলি হল। legal services act অনুযায়ী যে কোনো মানুষ যিনি আদালতে মামলা দায়ের করতে চান বা প্রতিরক্ষায় কোনো মামলা লড়তে চান, তিনি বিনা মূল্যে এই পরিষেবা পেতে পারেন যদি তিনি -

- তফসিলি জাতি এবং নির্ধারিত উপজাতির মানুষ হন।
- দরিদ্র হন: সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করতে হলেযাদের বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজারের কম । অন্য আদালতের ক্ষেত্রে আয়ের অঙ্ক রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং রাজ্য বিশেষে আলাদা রকম নিয়মে।
- যারা মানুষ পাচারের শিকার হন বা ভিক্ষুক হন।
- মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপন্ন বা।
- নারী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হন ।
- যারা গনবিপর্যয়, জাতিগতহিংস্রতা, রণ-বিদ্বেষ, বন্যা, খরা বা ভূমিকম্পের শিকার হন ।
- শিল্পশ্রমিক হন।
- যদি বন্দি হন, (নিরাপত্তাহোম, অপ্রাপ্তবয়স্কদের (যুভেনিলে) হোম বা মানসিক হাসপাতাল ও হতে পারে)। যেরকম বন্দিই হোক বিচারধীন বা মতপ্রাপ্ত সে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা পাবার উপযুক্ত ।